ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

ইউনিট ১২

এসএসসি পরীক্ষার পর আদর, ইফরান, নাফিম ও আলভী ঢাকায় তাদের চাচার বাসায় বেড়াতে এসেছে। চাচা পেশায় সাংবাদিক। তাদের ইচ্ছা এবার ঢাকার ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ট্রেনে আসতে তারা লক্ষ্য করল যতই ঢাকার কাছাকাছি আসছে ততই নদীগুলোর (মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খা, শীতলক্ষা, বালু) দূষণমাত্রা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। টঙ্গীতে তুরাগ নদী অতিক্রমের সময় ট্রেনে বসেই দুর্গন্ধ ঠেকাতে নাকে হাত দিতে হল। সবচেয়ে বেশি হতাশ হল পুরাতন ঢাকার আহসান মঞ্জিল দেখতে গিয়ে। এমন একটি ঐতিহাসিক ও সুরম্য অট্টালিকার পাশের বুড়িগঙ্গা নদীর পানি এতটা দুর্গন্ধময় যে নদীর পাড়ে দাঁড়ানো যায় না। আদর ও আলভী তাদের চাচার কাছে পানির এরূপ মারাত্মক দূষণের কারণ জানতে চাইল। তার চাচা জানাল অনেক কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হল অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীতে ফেলা। নদী তীরবর্তী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যদি বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে সর্তক হতেন তাহলে এত ক্ষতি হত না। এটি ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। যদিও ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন তবু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মেনে চলতে হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-১২.২ : ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব
পাঠ-১২.৩ : ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব
পাঠ-১২.৪ : পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবসায়, ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব
পাঠ-১২.৫ : পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনসমূহের দায়িত্ব
পাঠ-১২.৬ : সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহিত কার্যক্রম
পাঠ-১২.৭ : ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়াদি
পাঠ-১২.৮ : খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল
পাঠ-১২.৯ : ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের কুফল
পাঠ-১২.১০ : খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিকের ব্যবহারে সতর্কতা ও করণীয়

পাঠ-১২.১ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়িক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়িক নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শব্দ দুটি একে অন্যের পরিপুরক ও অবিচ্ছেদ্য। পরিবার, গোষ্ঠি, সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাসকারি মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব ও চিন্তা-চেতনার দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশ হচ্ছে মূল্যবোধ। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্যবোধ বলা হয়। অন্যদিকে, নৈতিকতা শব্দটি গ্রীক শব্দ ইথস (Ethos) শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ মানব আচরণের মানদন্ড। নৈতিকতা মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে জড়িত। নৈতিকতা বলতে মানুষের ভাল মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকটি গ্রহণ করাকে বুঝায়। ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলতে বুঝায় সর্বোচ্চ সততা বজায় রেখে ক্রেতা সাধারণকে না ঠকিয়ে নিজের লাভ ও ক্রেতাকে প্রদত্ত সেবা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জনগণ এবং ব্যবসায় উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যবসায় পরিচালনা করা।

ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

- ব্যবসায়কে একটি মহৎ পেশা হিসেবে গ্রহণ করা
- সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অমঙ্গলজনক ও অবৈধ ব্যবসায় না করা
- সততা বজায় রাখা
- অর্জিত ব্যবসায়িক সুনামকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা
- যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন না করা
- গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা না করা
- মানসম্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ করা
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য-দ্রব্য বিক্রি না করা
- কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্প আইন এবং আর্ন্তজাতিক আইন মেনে চলা
- শ্রমিক-কর্মচারিদের উপযুক্ত মজুরি ও বেতন যথাসময়ে দেওয়া
- পরিবেশের ক্ষতি সাধন না করা
- জনকল্যাণে অবদান রাখা

ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সকলের মত ব্যবসায়ী সমাজকেও ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্বটি পালন করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু অধিক মুনাফা অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা, অসম প্রতিযোগিতা, রাতারাতি বড় লোক হওয়ার অযৌক্তিক স্বপ্ন, ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ, চাদাঁবাজি কোন কোন নৈতিকভাবে দূর্বলমনা ব্যবসায়ীকে অন্যায় পথে ধাবিত করে। নিম্নোক্ত কারণে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

- সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জন একটি বৈধ ও সম্মানজনক কর্ম। তাই এ ক্ষেত্রে অনৈতিক কার্যকলাপ ও আচরণ কাম্য নয়। সত্যবাদী ব্যবসায়ীকে মহান সৃষ্টিকর্তা অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখা একান্তভাবে জরুরি।

- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ভাল-মন্দ, কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে ব্যবসায়ে মূল্যবোধ নেই সে ব্যবসায় ঝুকিঁপূর্ণ (A Business without values is a business at risk)।
- বর্তমানে ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। একমাত্র ব্যবসায় নৈতিকতাবোধ এই ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে পারে। ব্যবসায়ীগণ নিজেদের প্রস্তুতকৃত বা আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পণ্য দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা।
- ঔষধপত্রে ভেজালের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজধানীর ঔষধের পাইকারি বাজার মিটফোর্ড থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার কার্টন নকল ও ভেজাল ঔষধ সারা দেশে যাচ্ছে, যা সেবন করে মারা যাচ্ছে অসংখ্য রোগী। কারণ ভেজাল ঔষধ খাওয়া মানে বিষ খাওয়া। ঔষধ প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের নৈতিক আচরণই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ তার সন্তানও এর শিকার হতে পারে।
- ব্যবসায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিকতার সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করলে ব্যবসায় সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হবে। ব্যবসার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।
- ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর পরিণাম কখনও ভাল হয়না। অনেক ব্যবসায় প্রথমে ভালো ফলাফল করেও অনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যবসায়ীকে সবাই ঘৃণা করে। সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিক আচরণ বা সত্য পথ অবলম্বনের বিকল্প নাই।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	যে সকল ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে নৈতিকতা রক্ষা করেন না তাদের প্রতি ক্রেতাদের মনোভাব কেমন ক্রেতা হিসেবে আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে লিখুন। • •

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায়িক নৈতিকতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অমঙ্গলজনক ও অবৈধ এমন ব্যবসায় না করা।
- সততা বজায় রাখা।
- অর্জিত ব্যবসায়িক সুনামকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা।
- যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আদর্শ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য **নয়**–

i. অধিক মুনাফা অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা ii. অসম প্রতিযোগিতা iii. রাতারাতি বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii. খ. ii ও iii.

গ. i ও iii. ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১২.২ ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক দায়বদ্ধতা

ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়। সঠিক মানের পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা সরবরাহ, যথাসময়ে যথাযথভাবে কর পরিশোধ করা, নির্ধারিত বিদ্যুত ও গ্যাস বিল যথাসময়ে পরিশোধ করা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন ভাতা ও মজুরি যথাযথভাবে পরিশোধ করা, সর্বোপরি দেশের প্রচলিত আইন যথাযথ মেনে চলে সমাজের কল্যাণ সাধন করে ব্যবসায় পরিচালনা করাই হচ্ছে ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও সামজিক দায়বদ্ধতা। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনকে ঘিরেই পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে ঘিরেই এর কার্যক্রম। সমাজে বসবাসকারী জনগণের বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য বা সেবার চাহিদা নিরূপণ করে তা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌছে দেয়া ব্যবসায়ের প্রধান কাজগুলোর অন্যতম। তবে সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আরও কিছু চাহিদা থাকে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। ব্যয়বহুল বিধায় জনগণের নাগালের বাইরে এসব কাজ সাধারণত সরকারের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কাজ যেমন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কাজে এগিয়ে এসেছে। ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগনের সমর্থনের ওপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী সমাজের একজন সচেতন নাগরিক। যে কোন ব্যবসায়ী একজন সৃজনশীল, চিত্তশীল এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। সমাজের যেমন তার কাছে থেকে কিছু পাওয়ার রয়েছে তেমনি তারও সমাজকে কিছু দেয়ার রয়েছে। তার অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করলে সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি তার সম্মানও বাড়বে ।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব

সরাইল উপজেলার নোয়াঁগাও গ্রামের আজাদ একজন পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত এবং মিশুক যুবক। সে পাশের গ্রামের কলেজের বি কম শ্রেণির ছাত্র। এলাকার ছোট-বড় সকলের সাথে তার সুসর্ম্পক। যে কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে সে সবার আগে থাকে। পড়াশুনায় তেমন ভাল না হলেও কলেজের সকল কাজে তার আন্তরিক অংশগ্রহণের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের কাছে প্রশংসনীয়। সে খুব স্বাস্থ্য সচেতন। যে কোন জিনিস খাওয়ার আগে সে তার সুফল-কুফল জেনে নিবে। তার শখ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিষয়ক পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের পরামর্শ সংগ্রহ করা। পত্রিকার কাটিং সংগ্রহ করে এবং এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার কারণে সে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে। তাদের বাড়ির কাছে যে 'চৌধুরী ফার্মেসি' আছে সেখানে সে মাঝে মধ্যে বসে। ফার্মোসি'র মালিক চৌধুরী কাকা তাকে খুব স্নেহ করেন। চৌধুরী কাকার একার পক্ষে ফার্মেসি চালানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় ঔষধ কিনতে এসে গ্রাহকরা ফিরে যায়। আজাদ অনেক সময় চৌধুরী কাকাকে সাহায্য করে। এতে তার ফার্মেসি ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে থাকে। বি কম পাশ করার পর চৌধুরী কাকার অনুরোধে এবং তার পিতার

পরামর্শে 'চৌধুরী ফার্মেসি-র' অংশীদার হয়ে ব্যবসায় শুরু করে। এজন্য তার বাবা তাকে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ছোট বেলায় বাবার কাছ থেকে শুনে ছিলেন মানুষকে ঠকাবে না, কেউ পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দেবে এবং কখনো মিথ্যা বলবে না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করবে, অসহায়কে সাহায্য করবে। ছোট বেলা থেকে লালিত এ সকল মূল্যবোধ ও আদর্শকে সামনে রেখে এবং 'চৌধুরী ফার্মেসির' দীর্ঘ দিনের অর্জিত সুনামকে প্রকৃত সম্পদ মনে করে আজাদ নতুন উদ্যেমে ব্যবসা করেন। 'চৌধুরী ফার্মেসিতে ভিড় দিনে দিনে বাড়তে থাকে। আজাদ ঔষধ কিনতে আসা গ্রাহকদের বসার বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ ও ঠান্ডা পানি খাওয়াতে একজন মহিলাকে নিয়োগ দিয়েছে। জেলা সদর হাসপাতালের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুক্রবার তাদের ফার্মেসিতে বসে। সেদিন অনেক রোগী আসে। বাজারে পুরুষদের টয়লেট থাকলেও মহিলাদের কোন ব্যবস্থা নেই। চৌধুরী কাকার সাথে পরামর্শ করে ফার্মেসির দোতলায় মহিলাদের জন্য একটি টয়লেট ও রেস্ট রুমেরও ব্যবস্থা করেছে। কোন ব্যক্তি ভাল ডাক্তারের ঠিকানা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে আজাদ নাম বলে দেন এবং সৎ পরামর্শ দেন। অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী তার পরামর্শে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হয়েছে। এছাড়া তারা সর্বদা মানসম্মত ঔষধ বিক্রয় করেন। অতি লাভের জন্য বেশি দামে বা নকল ঔষধ বিক্রয় করেন না। আজাদ তার পত্রিকার কাটিংগুলো একসাথে করে সকল রোগী ও গ্রাহককে বিলি করেন। চৌধুরী কাকা দোকানে নিয়মিত বসেন। বাইরের কাজ আজাদ একাই করেন। এলাকায় প্রতি বছর ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের যে অনুষ্ঠানটি হয় তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'চৌধুরী ফার্মেসি'। এসব কারণে সমাজে আজাদ একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি তাদের ব্যবসায় সমৃদ্ধিও অনেক বড়। চৌধুরী কাকা এ সকল সাফল্যের কৃতিত্ব দেন আজাদকে। আর আজাদ মনে করেন চৌধুরী কাকা ও তার বাবার দোয়া, কঠোর পরিশ্রম ও সততাই তাদের ব্যবসায়িক উন্নতির মূল কারণ। অন্যদিকে সমাজে জন্য কিছু করতে পারাই তার অনুপ্রেরণা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	জনাব আজাদ যে সকল সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে সেগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মুনাফা অর্জনের সাথে সমাজের কিছু মঙ্গলময় বা কল্যাণমূলক কাজ করাকে বুঝায়।
- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগনের সমর্থনের ওপর এর স্থায়িত্ব ও মুনাফা নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালন একটি নৈতিক দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা–

i. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান
ii. সঠিক মানের পণ্য বা সেবা উৎপাদন
iii. যথাসময়ে যথাযথভাবে কর পরিশোধ করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii.
খ. ii ও iii.
গ. i ও iii.
ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১২.৩ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব

প্রাথমিক অবস্থায় নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবসায়ের উৎপত্তি হলেও এক সময় মুনাফা অর্জনকে ব্যবসায়ের প্রধান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবসায় শুধু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই নয়, এটি সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়ীকে নিজের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তা করলেই হয় না, অর্জনের পাশাপাশি অনেক পক্ষের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয়। এ সকল দায়িত্বগুলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। যাদের উপর দায়িত্ব পালন করতে হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এসব পক্ষ কোন না কোনভাবে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

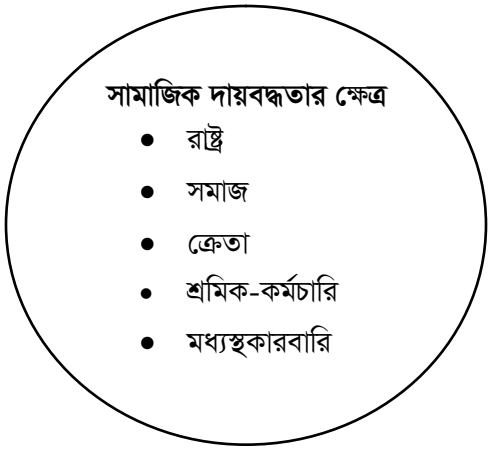

রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা

জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায় পরিচালিত হোক এটাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ব্যবসায় স্থাপন ও অগ্রগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের চাহিদা মেটানো হলে অর্থাৎ পণ্য বা সেবা প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করা হলে সরকারের লক্ষ্য অর্জিত হয়। ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- রাষ্ট্র স্বীকৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা।
- সরকারকে নিয়মিত কর ও রাজস্ব প্রদান করা।
- সরকারের নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
- রাষ্ট্রীয় সম্পদের (তেল,গ্যাস, বিদ্যুৎ) অপচয় না করা।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

সমাজ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। তবে ব্যবসায়কে সমাজের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাচাঁমালের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।
- সমাজের প্রয়োজন মাফিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিভিন্ন জনহিতকর কাজে সহায়তা করা, যেমন-রাস্তাঘাট মেরামত, নলকুপ স্থাপন, গরীব ও মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।
- জাতীয় দূর্যোগ, যেমন- বন্যা, সাইক্লোন, খরা, মঙ্গা, তীব্র শীতের সময় জনগণের পাশে দাঁড়ানো।
- পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা।
- পণ্যের মজুতদারি না করা।
- স্থানীয় জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ না করা।

ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা

ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও সহযোগিতার উপর ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করা।
- পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা।
- পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা।
- দূস্প্রাপ্য পণ্য বা সেবা সামগ্রী যেমন ঔষধ ও খাদ্য সামগ্রী ক্রেতাদের চাহিদা মত সরবরাহ করা।
- পণ্য ও বাজারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় না করা।
- যে পণ্যের যে গুণ নেই তা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার না করা।

শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রতি দায়বদ্ধতা

শ্রমিক ও কর্মচারীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত হয়। তাই তাদের স্বার্থকে অবহেলা করে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় না। ব্যবসায় উন্নতির সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও বোনাস প্রদান করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়-

- শ্রমিক-কর্মচারিদেরকে ব্যবসায়ের অংশ মনে করা।
- উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও আর্থিক সুবিধা প্রদান।
- চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা।
- কাজের উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গুরুতর অসুস্থ বা দূর্ঘটনার সম্মুখীন হলে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ও উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করা।
- শ্রমিক-কর্মচারিদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- যোগ্য শ্রমিক-কর্মচারিদের পুরষ্কার ও অযোগ্যদের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা।

মধ্যস্থকারবারির প্রতি দায়বদ্ধতা

ব্যবসায়ের সাথে অনেক মধ্যস্থকারবারি জড়িত থাকে। বণিক মধ্যস্থকারবারি হিসেবে পাইকারি ব্যবসায়ী ও খুচরা ব্যবসায়ী, প্রতিনিধি মধ্যস্থকারবারি হিসেবে বিক্রয় প্রতিনিধি ও কমিশন এজেন্ট এবং কার্যভিত্তিক মধ্যস্থকারবারি হিসেবে ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এই সকল মধ্যস্থকারবারির নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

- বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তি যথাযথভাবে সম্পাদন করা।
- সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চলা।
- গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- যথাসময়ে ও যথাযথ উপায়ে পাওনা পরিশোধ করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একজন ভোক্তা হিসাবে আমাদের দেশের ব্যাসায়ীদের কী কী সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? বর্ননা করুন।

সারসংক্ষেপ

- সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো হলো রাষ্ট্র, সমাজ, ক্রেতা, শ্রমিক-কর্মচারি ও মধ্যস্থকারবারি
- রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের (তেল,গ্যাস, বিদ্যুৎ) অপচয় না করা।
- সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা হলো পরিবেশ দূষণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করা।
- ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা হলো যে পণ্যের গুণ নেই তা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার না করা।
- শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রতি দায়বদ্ধতা হলো শ্রমিক-কর্মচারিদেরকে ব্যবসায়ের অংশ মনে করা।
- মধ্যস্থকারবারির প্রতি দায়বদ্ধতা হলো সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রাষ্ট্রের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়বদ্ধতা কোন্‌টি?

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। খ. পণ্যের মজুতদারি না করা।
গ. পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তি সহজতর করা। ঘ. চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা।

২. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়বদ্ধতা কোন্‌টি?

ক. সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চলা। খ. গোপনীয়তা রক্ষা করা।
গ. বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ঘ. মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা সেবা সামগ্রী বিক্রয় না করা।

পাঠ-১২.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবসায়, ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবসায়

পরিবেশ দূষণ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ দূষণ একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এ পরিবেশ বলতে পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও এদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ এদের সাথে অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং 'দূষণ' বলতে বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে বুঝায়।

শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষণ সৌজন্যে: http://www.fotovisura.com/home/

ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন- পানি, বায়ু, শব্দ বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। পানিকে জীবনের সাথে তুলনা করা হয়। আমাদের শরীরের ৬৫% পানি। পৃথিবীর মোট উপরিভাগের ৭০% হচ্ছে পানি। কিন্তু মোট পানির ৯৭.৫% লবনাক্ত এবং মাত্র ২.৫% খাবার পানি। আবার মোট খাবার পানির ৭০% এন্টার্কটিকা মহাদেশে বরফ অবস্থায় আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ১% পানি সারা পৃথিবীতে খাবার পানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সকল দিক বিবেচনায় আমরা খুবই সৌভাগ্যবান। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদের মত অফুরন্ত পানি সম্পদও দিয়েছেন। অথচ আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের একাংশ সামান্য লাভের আশায় এ পানিকে দুষিত করে দিচ্ছে। কলকারখানার নির্গত তরল পদার্থ নদী নালায় পড়ে পানি দূষিত করছে। বিষাক্ত পানি মাছসহ জলজ প্রাণী বাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পানি দূষণের কারণে মানুষ আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরাসহ বিভিন্ন রকম চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ এবং কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে। সার, চিনি, কাগজ, পাট, ট্যানারিজ, গার্মেন্টস, রাসায়নিক ঔষধ ও পোষাক

কারখানা থেকে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুস ক্যান্সার, হার্টের সমস্যা, লিভার ও কিডনি নষ্ট ও মাথা ব্যাথ্যাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। বায়ু দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় শিশু ও বৃদ্ধ। কারখানার মেশিন ও জেনারেটরের বিকট আওয়াজে ভয়াবহ শব্দ দূষণ হয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হর্ণ বাজানো, এবং ক্ষতিকারক হাইড্রলিক হর্ণ শব্দ দূষণের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের ঘুম, শ্রবণশক্তি, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। শব্দ দূষণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় গর্ভবর্তী মা ও শিশুরা। এছাড়া শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গাছ নিধন ও পাহাড় কেটে পরিবেশকে দূষণ করছে। আবাসনের নামে চাষের জমি হরণ, খাল বিল ভরাট করে আবাসন তৈরী, নদীভাঙ্গন, নির্বিচারে অনুপযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চালানো ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। এতে মানুষের স্বাস্থ্যহানি তো হচ্ছেই তদুপরি জীব বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

দূষণের প্রভাবমুক্ত হতে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আইনের প্রয়োগ যথার্থভাবে হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। পরিবেশ দূষণের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে জনগণের অসচেতনতা, যেখানে সেখানে ময়লা নিক্ষেপ ও ত্রুটিপুর্ণ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী। পরিবেশ দুষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ এবং পাঠ্যসূচীতে পরিবেশ দুষণ কোর্স অর্ন্তভুক্তি একান্ত আবশ্যক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়ি বা কলেজ এলাকায় পরিবেশ দূষণের যে লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করুন। • •

সারসংক্ষেপ

- পৃথিবীর মোট পানির মাত্র ১% পানি সারা পৃথিবীতে খাবার পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- পরিবেশ দূষণের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে জনগণের অসচেতনতা, যেখানে-সেখানে ময়লা নিক্ষেপ ও ত্রুটিপূর্ণ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাও দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কত সালে প্রণীত হয়?

ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯২

গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৯৫

২. পৃথিবী পৃষ্ঠের কত ভাগ পানি লবনাক্ত?

ক. ৭৫% খ. ৯৫%

গ. ৯৭.৫% ঘ. ২.৫%

৩. পরিবেশ দুষণ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন–

i. গণমাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ii. আইনের যথার্থ প্রয়োগ iii. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii. খ. ii ও iii.

গ. i ও iii. ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১২.৫ পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনসমূহের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনসমূহের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বণিক সমিতি, পরিবেশনীতি

পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনসমূহের দায়িত্ব

দেশের বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন ও বণিক সমিতি ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে যেমন অবদান রাখছে তেমনি ব্যবসায়িক কারণে দেশের পরিবেশের যে বিপর্যয় ও দূষণ চলছে তা থেকে পরিবেশকে সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং সাথে সাথে পরিবেশ সংরক্ষণে দেশের প্রচলিত আইনসমুহ মেনে চলবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। উল্লেখ্য বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালে পরিবেশনীতি, ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং ২০১০ সালে পরিবেশ আদালত আইন তৈরি হয়। এসব আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে সংরক্ষণ করে। পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায় সংগঠনকে নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত।

- বন ও পরিবেশ আইন ১৯৯৭ অনুসারে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকাকে নীবর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শব্দ দূষণের হাত থেকে শিশু ও রোগীদের নিরাপদ রাখা। বণিক ও ব্যবসায় সংগঠনগুলোর উচিত এ আইন কঠোরভাবে মেনে চলা এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় সংগঠনকে এ নির্দেশনা মানতে বাধ্য করা।
- শিল্প সংশ্লিষ্ট কারণে পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক শিল্প উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক ছাড়পত্র সংগ্রহ না করে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করায় পরিবেশ দূষণ বেড়ে গেছে। বণিক ও ব্যবসায় সংগঠনগুলোর উচিত নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ব্যবসায় চালু করা।
- রাজধানীর হাজারীবাগের চামড়া শিল্পের কারণে পরিবেশ দূষণ এবং সেখানকার শ্রম পরিবেশ বেশ নাজুক। ঐ ট্যানারি শিল্পে ১১ বছরের কম বয়সী শিশুদের মারাত্মক ঝুকিঁপূর্ণ পরিবেশে কোন ধরনের প্রতিরোধক ছাড়াই ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করানো হয়। ঐ এলাকার পরিবেশ বমি উদ্রেককারি পরিবেশ বলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয়েছে। সুতরাং চামড়া শিল্পের মালিকদের উচিত এ বদনাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা।
- বাংলাদেশে বর্তমানে স্টিল রি-রোলিং, ইট ভাটা, প্লাস্টিক, ঔষধ, চামড়া, কেমিক্যাল, ওয়াশিং, ডায়িং ও তৈরি পোষাকসহ বিভিন্ন শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্য আমাদের পরিবেশের ক্ষতির কারণ। ঐ সকল শিল্পের মালিকদের উচিত সরকারি বিধি নিষেধ মেনে পরিবেশ দূষণ রোধে সচেষ্ট থাকা।
- দেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানাতেই পরিবেশবান্ধব নিজস্ব বর্জ্য পরিশোধনাগার নেই। বর্তমানে সারা দেশে সাত হাজারের বেশি শিল্প কারখানা থাকলেও মাত্র দুই হাজার আটশ কারখানায় ইটিপি (Iffluent Treatment Plant) আছে। পরিবেশ দূষণকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাল শ্রেণির চিহ্নিত করে শিল্প-কারখানগুলোতে ইটিপি ব্যবহার খুবই জরুরি। এ জাতীয় শিল্পকারখানার মধ্যে রয়েছে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ট্যানারি, ইউরিয়া সার, ঔষুধ কারখানা, পয়ঃবর্জ পরিশোধন প্লান্ট ইত্যাদি। বাকি শিল্প কারখানাগুলোকে বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বে ইটিপি ব্যবহার করছে না। শিল্প কারখানার মালিক ও বণিক সমিতির উচিত পরিবেশ দূষণ রোধে যথাশীঘ্রই ইটিপি চালু করা।
- পরিবেশ দূষণরোধে শিল্প উদ্যোক্তা ও বণিক সমিতিগুলোর উচিত সম্পদ সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রমান্বয়ে জিরো বর্জ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা কিভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে। ৫টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- বন ও পরিবেশ আইন ১৯৯৭ অনুসারে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকাকে নীবর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বণিক ও ব্যবসায় সংগঠনগুলোর উচিত নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ব্যবসায় চালু করা।
- বর্তমানে সারা দেশে সাত হাজারের বেশি শিল্প কারখানা থাকলেও মাত্র দুই হাজার আটশ কারখানায় ইটিপি (Iffluent Treatment Plant) আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত আইন কত সালে প্রণীত হয়?

ক. ১৯৯০ খ. ২০০০

গ. ২০০৫ ঘ.২০১০

২. বন ও পরিবেশ আইন ১৯৯৭ অনুসারে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে কত মিটার পর্যন্ত এলাকাকে নীবর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

ক. ৫০ মিটার খ. ৭৫ মিটার

গ. ১০০ মিটার ঘ. ১২৫ মিটার

পাঠ-১২.৬ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহিত কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনসমুহের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম উল্লেখ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক দায়বদ্ধতা

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহিত কার্যক্রম

এক সময় মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসলেও বর্তমানে দেশে বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারণ ব্যবসায় কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

ঢাবি শিক্ষকদের জন্য মিনিবাস দিল জনতা ব্যাংক

সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি মিনিবাস দিয়েছে জনতা ব্যাংক। গতকাল পুরান সিনেটকক্ষে মিনিবাসের চাবি উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত। এ সময় উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ছাড়াও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ, ড. সহিদ আকতার হুসাইন (প্রশাসন), কোষাধ্যক্ষ ড. কামাল উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর.কম, ০২ জানুয়ারি ২০১৩

সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যাংকের অংশগ্রহণ বাড়ছে : ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে ৪৬ ব্যাংক

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর (Corporate Social Responsibility) খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ছে। ঋণ বিতরণ ও আমানত গ্রহণসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং কর্মকান্ডের পাশাপাশি ব্যাংকগুলো এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সহায়তা করার মতো করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর কর্মকান্ডের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক হিসেবে দেখা গেছে ২০০৯ সালে ৪৮টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৪৬টি ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এটি আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি। ২০০৮ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সিএসআর খাতে ব্যয় করে ৪১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা, শিক্ষা সহায়তা, চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ সন্তোষজনক। তার মতে এ ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ বাড়লে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে আনা সহজ হবে। পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সিএসআর কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে সিএসআর কর্মকান্ডে ব্যাংকগুলো স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এরপর রয়েছে শিক্ষা খাত। ২০০৯ সালে ব্যয় করা ৫৫ কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা; ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ কার্যক্রমে এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করে স্বাস্থ্য খাতে সিএসআর' অর্থ ব্যয় করছে। অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র

এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে শিক্ষা খাতের সিএসআরের অর্থ ব্যয় করেছে ব্যাংকগুলো। ২০০৯ সালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সিএসআর কর্মকান্ডের সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছে ডাচ বাংলা ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। গতবছর ডাচ-বাংলা ব্যাংক প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করেছে সিএসআর কার্যক্রমে, এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ব্যয় করেছে প্রায় ১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

প্রাইম ব্যাংকের এমডি ড. ইকবাল আনোয়ার তাদের সিএসআর কর্মকান্ড সম্পর্কে বলেন, প্রত্যন্ড় অঞ্চলের মেধাগুলো যেন ঝড়ে না যায় সে লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৭ সাল থেকে শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। তিনি জানান, একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে দরিদ্র এবং মেধাবী হতে হবে, এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ১৯৬ জনকে শিক্ষা সহায়তার আওতায় মনোনীত করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে ১৬৮ জনকে শিক্ষাবৃত্তি এবং বাকিদের শিক্ষা সহায়তা দেয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রেও শিক্ষাবৃত্তি সংযোজন করা হয়েছে এবং তার জন্য শরীয়তপুর জেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ ধরনের সিএসআর কার্যক্রম আরও ছড়িয়ে দেয়া হবে বলে তিনি জানান। সূত্রঃ ভোরের ডাক, মার্চ ২৪, ২০১৩

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়ি বা কলেজ এলাকায় যে কোন সরকারি ব্যাংক/ বেসরকারি ব্যাংক/ এনজিও কর্তৃক সম্পাদিত সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

- সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর (Corporate Social Responsibility) খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ছে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করে স্বাস্থ্য খাতে সিএসআর' অর্থ ব্যয় করছে।
- আশা করা যায়, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী মুনাফামুখী ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরো জোরে এগিয়ে আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিম্নের কোন্‌টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি ব্যাংকের সামাজিক দায়িত্বের আওতাভুক্ত?

ক. সেবামূল্য হ্রাস করা খ. বৃত্তি প্রদান

গ. ভেজাল পণ্য বাজারজাতকরন না করা ঘ. সরকারের নিয়ম মেনে চলা

পাঠ-১২.৭ ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়াদি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়াবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	নৈতিকতার চর্চা,

ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়াদি

ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চা করে ব্যবসায়ী সমাজ রাষ্ট্রের কাছে সম্মানীত, জনগণের কাছে অনুকরণীয় এবং আর্ন্তজাতিকভাবে পুরষ্কৃত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণের মধ্যেও এ রকম অনেক আদর্শ ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব আছেন যারা মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখছেন। বাংলাদেশের এমন দুজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন যথাক্রমে স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী এবং ট্রান্সক্রম গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব লতিফুর রহমান। স্যামসন এইচ চৌধুরী দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য ২০১০ সালে সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Commercially Important Prerson-CIP) নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি ১৯৯৮ সালে অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সের দৃষ্টিতে **বিজনেস এক্সিকিউটিভ অব দি ইয়ার** এবং ২০০০ সালে দৈনিক ডেইলি স্টার ও ডি এইচ এল প্রদত্ত **বিজনেসম্যান অব দি ইয়ার** নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে জনাব লতিফুর রহমান তার ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে 'ব্যবসায়ের নোবেল' খ্যাত **'অসলো বিজনেস ফর পিস পুরষ্কার'** অর্জন করেছেন। এটি বিশ্বের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরষ্কার।

প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী (১৯৩০-২০১২)

লতিফুর রহমান ('অসলো বিজনেস ফর পিস পুরষ্কারপ্রাপ্ত)

সর্বোপরি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মৌলিক নীতিমালা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যেমন; সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি দৃঢ় অংঙ্গীকার এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের মাধ্যমে অতি মুনাফালোভী মানসিকতা,

মজুতদারি, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মিশ্রণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও স্বস্তি আনয়ন সম্ভব।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসলেও বর্তমানে দেশে বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারণ ব্যবসায় কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক ও বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি যেমন, গ্রামীণ ফোন, রবি, বাংলালিংক প্রভৃতি দারিদ্র বিমোচন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার খরচ বহন, বৃত্তি প্রদান ও খেলাধুলার উন্নয়নে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। কিছু কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তরুণ সমাজের প্রতিভা অনুসন্ধান ও বিকাশে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বেশি দিনের নয়। আশা করা যায়, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী মুনাফামুখী ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরো জোরে এগিয়ে আসবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সফল ব্যবসায়ীর ৫টি নৈতিকতা সম্পর্কিত গুণ তালিকাভুক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

- স্যামসন এইচ চৌধুরী দেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য ২০১০ সালে সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Commercially Important Prerson-CIP) নির্বাচিত হন।
- জনাব লতিফুর রহমান তার ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে 'ব্যবসায়ের নোবেল' খ্যাত 'অসলো বিজনেস ফর পিস পুরস্কার' অর্জন করেছেন। এটি বিশ্বের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কীত সাম্প্রতিক বিষয়াবলীর মধ্যে নিম্নের কোন্‌টি পড়বে?

ক. একচেটিয়া প্রবণতা পরিহার

খ. নকল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় না করা

গ. লিঙ্গভেদে বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রদানে বৈষম্য না করা

ঘ. শ্রমিক কর্মীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

পাঠ-১২.৮ খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহার এবং ক্ষতিকর দিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ভেজাল খাদ্য, ফরমালিন

খাদ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল

ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যে ভেজাল শব্দটি ভোক্তা সমাজে একটি অতি আলোচিত বিষয়। যে খাদ্যই আমরা ক্রয় করি বা গ্রহণ করি তাতেই আমাদের সন্দেহ থাকে সেটিতে কোন রাসায়নিক মেশানো আছে কিনা। চারিদিকে কেবল ভেজাল ও মানহীন পণ্যের ছড়াছড়ি। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে বাসা বাধছে নানা ধরনের জটিল রোগ ব্যাধি। ফরমালিনযুক্ত খাবার ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে, লিভার ক্যান্সার, অ্যাজমা, অন্ধত্বসহ নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সকল জটিল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে অনেক মানুষ। যারা বেঁচে থাকে তাদের কষ্টের অন্ত থাকে না। দেশের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর অতি মুনাফা ও লোভের কারণে দিন দিন মৃত্যুঝুঁকি বাড়ছে। তারা শিশু খাদ্যেও ভেজাল মিশাচ্ছে। শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, দুধ, কোনটাই আজ ক্ষতিকর রাসায়নিক থেকে নিরাপদ নয়। দুধ জাতীয় খাদ্য যেমন মিষ্টি, পনির ইত্যাদিতে ফরমালিন অবিকৃত থেকে যায়। আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, আপেল, কমলা ও আংগুরসহ সব রকমের ফল পাকাতে এবং টাটকা ও সতেজ দেখাতে যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল ক্যালসিয়াম কারবাইড, ইথানল ও ফরমালিন। সস তৈরি হয় বিষাক্ত রঙ দিয়ে। হলুদ ও মরিচের গুড়ায় মেশানো হয় ইটের গুড়া। খাদ্যে ফরমালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ও এর ক্ষতিকর দিকগুলো হচ্ছে-

রাসায়নিক	রাসায়নিকের বৈশিষ্ট্য	ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ক্ষতিকর দিক
ফরমালিন	• ফরমালডিহাইডের ৩৭ থেকে ৪০ শতাংশ জলীয় দ্রবনই হচ্ছে ফরমালিন। এর রাসায়নিক সংকেত HCHO। ফরমালিনে ফরমালডিহাইড ছাড়াও ১০ থেকে ১৫% মিথানল মিশ্রিত থাকে।	• ফরমালিন এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল বা সংক্রামক ব্যাধিনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত: ফরমালিন মানুষের লাশসহ মৃত প্রাণীর দেহের পচন রোধ করতে ব্যবহার করা হয়। • ব্যবসায়ীগণ সরাসরি ফরমালিন মিশিয়ে ও ফরমালিন মিশ্রিত বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ ও পচনরোধে ব্যবহার করে। • ফরমালিন সাধারণত: গবেষণাগার, চামড়া ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।	• ফরমালডিহাইড ও মিথানল উভয়ই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এবং মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। • ফরমালিন শরীরে প্রবেশের পর লিভার বা যকৃতে মিথানল এনজাইমের উপস্থিতিতে ফরমিক এসিডে পরিণত হয়। • পেটের পীড়া, বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার, চর্মরোগ এমনকি লিভার ক্যান্সার হতে পারে। • ফরমালিনযুক্ত দুধ, মাছ, ফলমূল ও শাক-শবজি খাওয়ার ফলে শিশুদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিন দিন কমে যায়।
ইউরিয়া সার		মুড়িকে আকারে বড় ও ধবধবে সাদা করতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়।	ইউরিয়া সার দিয়ে ভাজা মুড়ি খেলে কিডনি বিকল করে দিতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	স্কুল ও কলেজের বন্ধুবান্ধবদের খাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে কীভাবে সচেতন করা যায় আপনার মতামত দিন। • •

সারসংক্ষেপ

- ফরমালিনযুক্ত খাবার ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে, লিভার ক্যান্সার, অ্যাজমা, অন্ধত্বসহ নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- দেশের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর অতি মুনাফা ও লোভের কারণে দিন দিন মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ছে। তারা শিশু খাদ্যেও ভেজাল মিশাচ্ছে।
- আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, আপেল, কমলা ও আংগুরসহ সব রকমের ফল পাকাতে এবং টাটকা ও সতেজ দেখাতে যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হল ক্যালসিয়াম কারবাইড, ইথানল ও ফরমালিন।
- ফরমালিন শরীরে প্রবেশের পর লিভার বা যকৃতে মিথানল এনজাইমের উপস্থিতিতে ফরমিক এসিডে পরিণত হয়।
- ফরমালিনযুক্ত দুধ, মাছ, ফলমূল ও শাক-শবজি খাওয়ার ফলে শিশুদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিন দিন কমে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ফরমালিনযুক্ত খাবার কী ক্ষতি করে–

i. ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে ii. লিভার ক্যান্সার সৃষ্টি করে iii. অ্যাজমা বাড়ায়

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii. খ. ii ও iii.

গ. i ও iii. ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১২.৯ ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের কুফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের কুফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষতিকারক পলিথিন

ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের কুফল

পলিথিন একটি রাসায়নিক পদার্থ। রসায়নের পরিভাষায় একে বলা হয় পলিথাইনিল। পলিথিন সহজে পচেঁ না। ফলে একবার ব্যবহারের পর সম্পূর্ণ অপচনশীল বস্তুতে পরিণত হয়। আমাদের দেশের পলিথিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বিদেশে থেকে আনা গ্রামিউল নামক রাসায়নিক পদার্থ যা অত্যন্ত বিষাক্ত।

পলিথিনের জন্য পরিবেশ দূষণ সৌজন্যে:buzzle.com

পলিথিন পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। মাটি, পানি ও বায়ু তিন ক্ষেত্রেই পলিথিনের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। অপচনশীল বলে মাটির উর্বরা শক্তি মারাত্মকভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার পুকুর, নালা, খাল ও নদ-নদীতে নিক্ষিপ্ত পলিথিনে পানি দূষণসহ পানির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। নাব্যতা নষ্ট হয়। পলিথিন পোড়ালে যে ধোয়া নির্গত হয় তাতে বায়ূ দূষিত হয় মারাত্মকভাবে। তাছাড়া খাদ্য সামগ্রীতে পলিথিন ব্যবহার করলে ক্যান্সার ও বিভিন্ন চর্মরোগসহ নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। পলিথিনের যথেচ্ছ ব্যবহারে ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার জন্যও ক্ষতিকর। পলিথিন জমার কারণে পানি যথাযথভাবে নিষ্কাশন না হলে মশা ও মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়। এতে নাগরিক জীবন হয়ে উঠে দূর্বিসহ। পলিথিনের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে সরকার ২০০২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ঢাকা মহানগরী এবং ১লা মার্চ থেকে সারা দেশে পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫এ যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিইতাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বিবেচনা করে এসব উপাদান আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণের অপরাধে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবার বিধান রয়েছে। অন্যদিকে বিক্রির

জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহারের কারণে অনধিক ৬ মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবার বিধান রাখা হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের ৫টি ক্ষতিকর দিক চিহ্নিত করুন। • •

সারসংক্ষেপ

- পলিথিন পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। মাটি, পানি ও বায়ু তিন ক্ষেত্রেই পলিথিনের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর।
- পলিথিন পোড়ালে যে ধোয়া নির্গত হয় তাতে বায়ু দূষিত হয় মারাত্মকভাবে।
- বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫এ যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিইতাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বিবেচনা করে এসব উপাদান আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণের অপরাধে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবার বিধান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে–

i. মাটিতে ii. পানিতে iii. বায়ূতে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক. i ও ii. খ. ii ও iii.

গ. i ও iii. ঘ. i, ii ও iii.

পাঠ-১২.১০ খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারে সতর্কতা ও করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাসায়নিকযুক্ত খাদ্য ব্যবহারে সতর্কতা ও করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	খাদ্য উৎপাদন, রাসায়নিকের ব্যবহার

বাজারের আম, জাম, তরমুজ, লিচু, আনারস ও কাঁঠালসহ বিভিন্ন মৌসুমী সুস্বাদু ফল কেমিক্যালমুক্ত কিনা এ ব্যাপারে ক্রেতারা নিশ্চিত নন। কারণ ফল পাকানো ও সংরক্ষণ করতে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অহরহ ব্যবহার করছে বিষাক্ত কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ। অন্যদিকে বিদেশ থেকে আসছে ভেজাল ও বিষযুক্ত ফল, শিশু খাদ্য, চাল, ডালসহ নানারকম খাদ্যসামগ্রী। এ সকল ভেজাল প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন রয়েছে। প্রয়োজন এ সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ। তবে শিক্ষার্থী হিসেবে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমরা খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার ও খাওয়ার আগে নিম্নোক্তভাবে কিছু ক্ষেত্রে ফরমালিন দুর করতে পারি।

মাছ, ফলমূল ও শাক-সবজি থেকে ফরমালিন দুর করার উপায়
● পানিতে ফরমালিনযুক্ত মাছ প্রায় এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৬১ ভাগ কমে যায়।
● লবনাক্ত পানিতে ফরমালিন দেওয়া মাছ এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।
● প্রথমে চাল ধোয়া পানিতে এবং পরে সাধারণ পানিতে ধুলে শতকরা ৭০ ভাগ ফরমালিন কমে যায়।
● ভিনেগার ও পানির মিশ্রনে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ১০০ ভাগ ফরমালিনমুক্ত করা যায়।
● খাওয়ার আগে ১০ মিনিট লবন মিশ্রিত গরম পানিতে শাক-শবজি ও ফলমূল ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনমুক্ত করা যায়।
● খাওয়ার আগে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।
● খাওয়ার আগে ১০ মিনিট লবন মিশ্রিত গরম পানিতে শাক-শবজি ও ফলমূল ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনমুক্ত করা যায়।
● শাক-শবজি ও ফলমূল খাওয়ার আগে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার ভাষায় খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় ৫টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ফল পাকানো এবং সংরক্ষণ করতে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অহরহ ব্যবহার করে বিষাক্ত কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ।
- পানিতে ফরমালিনযুক্ত মাছ প্রায় এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৬১ ভাগ কমে যায়।
- লবনাক্ত পানিতে ফরমালিন দেওয়া মাছ এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।
- ভিনেগার ও পানির মিশ্রনে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ১০০ ভাগ ফরমালিনমুক্ত করা যায়।
- খাওয়ার আগে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।
- শাক-শবজি ও ফলমূল খাওয়ার আগে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পানিতে ফরমালিনযুক্ত মাছ প্রায় এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা কত ভাগ কমে যায়?
   ক. ৫০% খ. ৫৫%
   গ. ৫৮% ঘ. ৬১%

২. ভিনেগার ও পানির মিশ্রনে কত মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ১০০ ভাগ ফরমালিনমুক্ত করা যায়।
   ক. ১০ মিনিট খ. ১৫ মিনিট
   গ. ২০ মিনিট ঘ. ২৫ মিনিট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. এইচ এস সি পাশ করে রোকেয়া চাকরির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু না পেয়ে একটুও মন খারাপ হয়নি। আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার অধিকারী রোকেয়া এমন কিছু করতে চায় যাতে তার নিজের আর্থিক সচ্ছলতার পাশিপাশি সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সে স্থানীয় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সেলাই ও ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সেখানে সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। পরে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় বাড়িতে তিনটি সেলাই মেশিন কিনে সে ব্যবসা শুরু করে। এলাকার ২৫টি মেয়ে সেখানে কাজ করে। তার স্বপ্ন আরো এগিয়ে যাওয়া।
   ক. উদ্যোগ বিষয়টি অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম প্রচলন করেন কে?
   খ. চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজন কেন?
   গ. উদ্দীপকের রোকেয়ার মধ্যে একজন উদ্যোক্তার কোন্ গুণগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. 'একজন উদ্যোক্তা নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

১. ইফরান ও আফনান দুই বন্ধু। সম্প্রতি তারা পড়াশুনা শেষ করেছে। তাদের ইচ্ছা চাকরি না করে পারিবারিক সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে যৌথভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পভিত্তিক নতুন ব্যবসায় শুরু করা। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে তারা জানতে পারল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যেখান থেকে তারাও সাহায্য পেতে পারে।
   ক. বাংলাদেশ ডেভলভমেন্ট ব্যাংক লিঃ কোন্ তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে ?
   খ. কুটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন।
   গ. ইফরান ও আফনানের ব্যবসায়ের জন্য কী ধরনের উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. ইফরান ও আফনানদের মত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পভিত্তিক ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহীদের সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ ১. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ ১. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ ১. ক ২. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫ ঃ ১. ঘ ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৬ ঃ ১. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৭ ঃ ১. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৮ ঃ ১. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৯ ঃ ১. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১০ ঃ ১. ঘ ২. খ